তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৮৭

**ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা নিরসন ও গাজায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধ চায় বাংলাদেশ**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বাংলাদেশ যুদ্ধ নয়, শান্তির পক্ষে এবং আমরা চাই, ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা নিরসনে যে সব রাষ্ট্রের ভূমিকা রাখার কথা, তারা কার্যকর ভূমিকা নিক এবং গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হোক।

আজ রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাংবাদিকরা সম্প্রতি সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলার বদলা হিসেবে শনিবার রাতে তেল আবিব, পশ্চিম জেরুজালেমসহ ইসরায়েলজুড়ে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

একই সাথে মন্ত্রী ড. হাছান বলেন, ইসরায়েল সিরিয়ায় ইরানি দূতাবাসে হামলা করায় ইরান এ আক্রমণের সুযোগ পেয়েছে, অন্যথায় এটি হতো না, ইরান ‘রিটালিয়েট’ করেছে ইরানের বক্তব্য তাই। তিনি বলেন, আমরা আশা করবো, যে সব রাষ্ট্রের ভূমিকা রাখার কথা, তারা ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা নিরসনে এবং গাজায় যে নির্বিচারে মানুষ হত্যা হচ্ছে, অবিলম্বে সেই হত্যাযজ্ঞ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। আমরা কখনোই যুদ্ধ-বিগ্রহের পক্ষে নই, আমরা শান্তির পক্ষে।

এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তদের আরেক প্রশ্নে অপহৃত বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ উদ্ধার বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার ও সংশ্লিষ্টদের সর্বাত্মক তৎপরতায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে জিম্মি নাবিক ও জাহাজ নিরাপদে উদ্ধার হয়েছে। জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিকে ১০০ নটিক্যাল মাইল এগিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ’র সহযাত্রী হয়েছে। সবার পাশাপাশি কেএসআরএম গ্রুপকেও ধন্যবাদ দেই, তারাও অত্যন্ত সক্রিয় ছিল।

এ সময় দক্ষিণ সীমান্তে মিয়ানমারের আরো ৯ বিজিপি সদস্যের দেশে প্রবেশ নিয়ে মন্ত্রী হাছান বলেন, পূর্বের ১৮০ জনসহ সবাইকে ফেরত পাঠানো নিয়ে কাজ চলছে, মিয়ানমার নৌপথের কথা বলেছে।

                                                     #

আকরাম/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৮৬

**ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে এন্টিগা ও বারবুডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সাথে আজ রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাক্ষাৎ করেন পাঁচদিনের বাংলাদেশ সফরে আসা এন্টিগা ও বারবুডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ই. পি. শেত গ্রিন (E. P. Chet Greene)।

বৈঠক বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়ন ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাদের পর্যটন খাত অত্যন্ত উন্নত। আমাদের পর্যটন বিভাগের সাথে ‘টেকনিক্যাল কো-অপারেশন’ এর মাধ্যমে এ খাতে প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা হয়েছে।

ড. হাছান বলেন, বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য আমেরিকা-কানাডা-ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের ১৪০টি দেশে রপ্তানি হয়, তাদেরকেও তা আমদানির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তৈরি পোশাক, সিরামিকস, চামড়াজাত পণ্য এ দেশ থেকে আমদানির কথা আলোচনা করেছি।

বাংলাদেশিদের জন্য তাদের দেশে ভিসা ফ্রি করলে আমরাও ‘রিসিপ্রোসিটি’ ভিত্তিতে তাদের জন্যও একই ব্যবস্থা বিবেচনায় নিতে পারি, উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

এন্টিগা ও বারবুডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ই. পি. শেত গ্রিন সাংবাদিকদের কাছে তাদের দেশের বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার ভিভিয়ান রিচার্ডসের বাংলাদেশ সফরের সম্ভাবনার কথা জানান।

মন্ত্রী গ্রিনের সাথে দেশি শিল্পগ্রুপ পিএইচপি ফ্যামিলির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এবং এন্টিগা ও বারবুডার কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা উইংয়ের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলম, মন্ত্রীর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মীর আকরাম উদ্দীন আহম্মদসহ পদস্থ কর্মকর্তারা বৈঠকে যোগ দেন।

এন্টিগা ও বারবুডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঢাকা ত্যাগের আগে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু ও এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনা পরিদর্শন করার কথা রয়েছে।

                                                     #

আকরাম/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৮৫

**নববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধ ও স্মার্ট ভবিষ্যৎ নির্মাণে**

**একযোগে কাজ করার আহ্বান অর্থ প্রতিমন্ত্রীর**

চট্রগ্রাম, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রামবাসীর প্রাণ। কর্ণফুলী নদী বাঁচলে চট্টগ্রামবাসী বাঁচবে। কর্ণফুলী সোসাইটি কর্তৃক নববর্ষ উদ্‌যাপনের আজকের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এসময়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপান্তরকারী নেতৃত্বে সমৃদ্ধ স্মার্ট ভবিষ্যৎ নির্মাণে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান অর্থ প্রতিমন্ত্রী।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী সোসাইটির উদ্যোগে ‘বৈশাখী মেলা, সাম্পান বাইচ প্রতিযোগিতা’ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে অর্থ প্রতিমন্ত্রী আজ এসব কথা বলেন। শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি প্রধান বক্তা এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম চৌধুরী, সহ-সভাপতি শাহজাদা মহিউদ্দিন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এটিএম পেয়ারুল ইসলাম, শামীমা হারুন এমপি, উপ-পুলিশ কমিশনার শাকিলা সুলতানাসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এর পূর্বে, চট্টগ্রামের পটিয়ায় ‘সম্মিলিত বর্ষবরণ উদ্‌যাপন পরিষদ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ’ আয়োজিত বর্ষবরণ উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলা নববর্ষের বরণ চিরায়ত বাংলার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ঐতিহ্যগত উৎসব, যা সবাইকে আপ্লুত করে। সামনে এগিয়ে চলার অফুরন্ত প্রেরণা যোগায় নববর্ষের উৎসব। চৈত্র-সংক্রান্তি, বৈশাখী মেলা, মঙ্গল শোভাযাত্রা ইত্যাদি কার্যক্রম দেশীয় সংস্কৃতিকে বেগবান করার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেয়।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। ছরওয়ার কামাল রাজীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, সহ-সভাপতি মোঃ আইয়ুব আলী ও পটিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম শামসুজ্জামান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

                                                     #

আলমগীর/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৮৪

**ক্রীড়াবিদরা দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছে**

 **-- ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, এ দেশের ক্রীড়াবিদরা এখন শুধু দেশের মাটিতে নয়, বিদেশের মাটিতেও ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে। তারা দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছে।

আজ জামালপুরের ইসলামপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বারী মন্ডল মিলানায়তনে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ দলের স্ট্রাইকার সুরমা জান্নাতের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিগত ১৫ বছরে ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরে ক্রীড়াক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা অতীতে কোনো সরকারের আমলে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের কথা সামনে রেখেই ক্রীড়াঙ্গনকে সাজাচ্ছেন।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর আজন্ম স্বপ্ন ছিলো সোনার বাংলা গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে আলোকেই দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন। পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। মন্ত্রী সুরমা জান্নাতকে সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জামাল আব্দুন নাছের বাবুল, উপজেলা প্রকৌশলী আমিনুল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ খালেক আকন্দ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরে সুরমা জান্নাতকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য সুরমা জান্নাত ইসলামপুর উপজেলার গোয়ালের চর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা।

                                                     #

আবুবকর/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪১৮৩

**ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন গণপূর্ত মন্ত্রী**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। আজ শোভাযাত্রাটি লোকনাথ দিঘির ময়দান থেকে আরম্ভ হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর শহরের ফারুকী পার্কে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বিকেলে মন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) পরিদর্শন করেন। টিটিসির অধ্যক্ষ ওয়ালি উল্লা মোল্লাসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্হানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্হিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এসময় তিনি টিটিসির হোস্টেল সুবিধা, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আবাসন সুবিধা, একাডেমিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এসময় তিনি এ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

সন্ধ্যায় মন্ত্রী শহরের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে জেলা সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত সাত দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন।

#

রেজাউল/শফি/মোশারফ/আব্বাস/২০২৪/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৪১৮২

**প্রধানমন্ত্রী সকল সংস্কৃতির সম্প্রদায়কে এক ছাতার নিচে ধরে রেখেছেন**

 **-- পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, আমার ভাষা, আমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমার জন্য গৌরবের। আমরা আমাদের গৌরবান্বিত ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চাই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল সংস্কৃতির সম্প্রদায়কে এক ছাতার নিচে ধরে রেখেছেন।

আজ খাগড়াছড়ি সদরে পানখাইয়া পাড়ায় মারমা উন্নয়ন সংসদের মাঠে কেন্দ্রীয় মারমা উন্নয়ন সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেছেন।

পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা আলাদা হতে পারে। কিন্তু দেশ আপনার, আমার, আমাদের সকলের। এই কষ্টার্জিত বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন আপনারা তা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ এসব সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন একটি সোনার বাংলা বিনির্মাণের এবং এক ছাতার নিচে সকল জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় নিরাপদ ও শান্তিতে সহাবস্থান করবে। তিনি বলেন, আমরা সকল সংস্কৃতির মাঝে ঐক্যের বন্ধন নিশ্চিত করতে চাই।

প্রতিমন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, আমি বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোতে বিজু নামকরণে উৎসব প্রচার হচ্ছে দেখেছি। বৈসাবি উৎসবের ত্রিপুরাদের বৈসু ও মারমাদের সাংগ্রাই উৎসবের কথা মিডিয়াতে তেমন প্রচার হতে দেখি না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা বৈচিত্র্যের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রয়েছে- এগুলোকে সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। এর আগে মারমা তরুণ-তরুণি ও শিশু-কিশোররা আনন্দঘন পরিবেশে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্ণিল শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

খাগড়াছড়ির মারমা উন্নয়ন সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মংপ্রু চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলার ডিজিএফআই কমান্ডার কর্নেল আব্দুল্লাহ মোঃ আরিফ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি জেলা প্রসাশক মোঃ সহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার মুক্তা ধর পিপিএম (বার), খাগড়াছড়ি পৌর মেয়র নির্মলেন্দু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শানে আলম, উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের নির্বাহী কর্মকর্তা কুষ্ণ কুমার চাকমা, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

                                                     #

রেজুয়ান/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৪১৮১

**পহেলা বৈশাখ বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ**

 **-- ভূমিমন্ত্রী**

খুলনা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেছেন, পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দিনে বাঙালিরা পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে বরণ করে নেয়। নতুন বছরের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করে। বাংলা নববর্ষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের একসঙ্গে একই পথে চলতে অনুপ্রেরণা দেয়।

আজ খুলনার ডুমুরিয়া যুব সংঘ মাঠে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত পহেলা বৈশাখ-১৪৩১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভূমিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পহেলা বৈশাখের এই ঐতিহ্য আমাদের ধরে রাখতে হবে। কোনো জাতি যদি তার ইতিহাস বা সংস্কৃতি ভুলে যায় তা হলে সেই জাতি বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। নববর্ষের উৎসব বাংলার গ্রামীণ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নতুন বছরটি জাতির ভাগ্যাকাশে সূর্যের মতো উদিত হউক, জাতি সামনে এগিয়ে যাক এই কামনা করেন মন্ত্রী।

ডুমুরিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আল-আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এর আগে মন্ত্রীর নেতৃত্বে ডুমুরিয়া উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে যুব সংঘ মাঠে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় উপজেলার সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণ অংশ নেন।

দুপুরে তিনি কপিলমুনি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন আয়োজিত প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

#

ফেরদৌস/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৮০

**মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হবে**

 **-- জনপ্রশাসন মন্ত্রী**

মেহেরপুর, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হবে।

আজ মেহেরপুরে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর আয়োজিত ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক, প্যারালাইজড, হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার অনেক রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সময়ে পাশের জেলায় অথবা রাজধানীতে যেতে হয়‌। এতে অনেক সময় রোগীদের ভোগান্তি হয়। এ সমস্যা দূরীকরণে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের সময়ে মেহেরপুর অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে মেহেরপুরকে ভবিষ্যতে একটি মডেল জেলায় পরিণত করা হবে। এজন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার এস. এম. নাজমুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

                                                     #

শিবলী/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৭৯

**বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থান করে নিতে যাচ্ছে**

 **-- তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী**

কিশোরগঞ্জ (মিঠামইন), ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনে নতুন মাত্রা দিয়েছে। যেটা আমাদের জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে এই নববর্ষের উদ্‌যাপনটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নিতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি মূল অংশ। আজকে বিশ্বের দীর্ঘতম আলপনা অঙ্কনের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখের সাথে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের কাছে আরো সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারছি। এই ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ আলপনাটি করতে ৬৫০ এর বেশি শিল্পী গত কয়েকদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি ১২ হাজার লিটারেরও বেশি রং ব্যবহার করে আঁকা হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বাংলালিংকের উদ্যোগে আয়োজিত পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্বের দীর্ঘতম ‘আলপনা’ উপভোগকালে এসব কথা বলেন। এসময় তিনি ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ আলপনার শেষ আঁচড় প্রদান করেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, আমাদের রাজনৈতিক মুক্তিকে নিশ্চিত করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি তখনই টেকসই হবে যখন আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারবো। তিনি আরো বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মুক্তি এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তিকে টেকসই করার জন্য আমরা ৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিপ্লবের পথে আছি। নববর্ষের সর্বজনীন উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে আমাদের একটি আনন্দের উৎসবের দিন হচ্ছে বাংলা নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ।

পলক বলেন, বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের মনোপলি ছিল। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তখন তিনি মোবাইলের মনোপলি ভেঙে দেন। তিনি বলেন, সেই সময় বিএনপির একজন তৎকালীন নেতা সরকারের মন্ত্রীর একমাত্র মোবাইল টেলিফোন কোম্পানি ছিল, আর অন্য কোনো লাইসেন্স বাংলাদেশের ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু মোবাইলের মনোপলি ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশে মোবাইলে বিপ্লব করেছেন।

টেলিকম সেক্টর অন্যতম একটি সফল প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বাংলালিংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি নববর্ষের উৎসবটাকে বিশ্ব অঙ্গনে আলপনা আকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা অসাম্প্রদায়িক ও প্রবৃদ্ধিশীল প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই।

ঐতিহ্যবাহী হাওরের মিঠামইন, অষ্টগ্রাম এবং ইটনা ঐতিহাসিক একটি অর্জন উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, হাওরে এই পর্যটন কেন্দ্রটি একসময় শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক বিদেশি পর্যটকদের পরিদর্শনের জন্য আকর্ষণ করবে।

এসময় কিশোরগঞ্জের স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপারসহ অন্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

                                                     #

বিপ্লব/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৭৮

**জর্ডানে মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন**

জর্ডান, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদ্‌যাপনে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। জর্ডানের সমুদ্র বন্দর নগরী আকাবাতে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রায় জর্ডানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহানের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীগণ, আকাবায় অবস্থিত বিভিন্ন পোশাক শিল্প কারখানার প্রতিনিধিবৃন্দ, জর্ডান প্রবাসী বাংলাদেশি এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশ নেন।

মঙ্গল শোভাযাত্রাটি আকাবা এয়ারপোর্টের অদূরবর্তী সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মুখোশ ও সরঞ্জাম অংশগ্রহণকারীদের হাতে শোভা পাচ্ছিলো। এসময় সমবেত কন্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত ‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো’ সহ বিভিন্ন বাংলা গান গাওয়া হয়। শোভাযাত্রা শেষে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলা বৈশাখী গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি চিরায়ত বাংলা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অনন্য প্রদর্শনী হয়ে ওঠে।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় জিয়া অ্যাপারেলস ইন্ডাস্ট্রি, ফ্রেন্ডস অ্যাপারেলস এলএলসি, সিডনি অ্যাপারেলস এলএলসি, কানজেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিউইং কোম্পানি এবং এআরকে গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির বাংলাদেশি কর্মীরা অংশ নেন। মঙ্গল শোভাযাত্রার পর মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি খাবার পরিবেশন করা হয়।

                                                     #

শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৭৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ৩১ শতাংশ। এ সময় ২৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ১৯১ জন।

                                                     #

দাউদ/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৪১৭৬

**নতুন সম্ভাবনা ও আশা নিয়ে শুরু হোক বাংলা নতুন বছর**

 **-- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, নতুন সম্ভাবনা ও আশার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে শুরু হোক বাংলা নতুন বছর। তিনি বলেন, নতুন ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে বরণ করে নিতে হবে। অতীতের ভুলভ্রান্তি পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যৎ সুন্দরের দিকে। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আজ রাজধানীর কারওয়ান বাজারে একুশে টেলিভিশনের ২৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সাবের চৌধুরী বলেন, অনেকের শ্রম, অনেকের মেধা ও অনেকের ত্যাগের বিনিময়ে একটি প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে, অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একুশে টেলিভিশন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মন্ত্রী এসময় দেশের পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে একুশে টেলিভিশনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি একুশে টেলিভিশনের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য আরমা দত্ত এবং একুশে টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন।

                                                     #

দীপংকর/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

Handout Number : 4175

**Let the Bengali New Year begin with new possibilities and hopes**

 **-- Environment Minister**

Dhaka, April 14:

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said, let the Bengali New Year begin with colorful dreams of new possibilities and hope.  He said, the new future should be accepted anew.  Past mistakes should be left behind and move towards a better future.  We all need to work together for a better future.

Environment Minister made these remarks on Sunday (April 14), in a congratulatory speech at a function organized on the occasion of Ekushey Television's 25th anniversary at Karwan Bazar in the capital.

Saber Chowdhury said, an organization gains popularity in return for the labor of many, the talent of many and the sacrifice of many. Facing many setbacks, overcoming many ups and downs, Ekushey Television has gained popularity. The Minister called on Ekushey Television to work on increasing public awareness on environmental protection of the country. He wished and congratulated everyone associated with Ekushey Television.

Minister of Liberation War A.K.M.  Mozammel Haque; Textiles and Jute Minister Jahangir Kabir Nanak;  Minister for Health and Family Welfare Dr. Samanta Lal Sen; Minister of State for Shipping Khalid Mahmud Chowdhury; Minister of State for Information and Broadcasting Mohammad Ali Arafat; Member of Parliament for Reserved Seats Aroma Dutta and Chief Executive Officer of Ekushey Television Pijush Bandyopadhyay among others spoke in the occasion.

#

Dipankar/Shafi/Mosharaf/Salim/2024/17.40 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৭৪

সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি নাবিকদের মুক্ত করতে পেরেছি

**বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে পুরো দেশবাসী আনন্দিত**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি নাবিকদের মুক্ত করতে পেরেছি—বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে পুরো দেশবাসী আনন্দিত।

আজ ঢাকায় মিন্টো রোডস্থ সরকারি বাসভবনে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা (জিম্মি থেকে উদ্ধার) ফায়সালা করা নজিরবিহীন। শুধু তাদের আত্মীয় স্বজন নয়, পুরো দেশবাসী খুবই আনন্দিত আমরা আমাদের নাবিকদের মুক্ত করতে পেরেছি।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্ব মেরিটাইম সেক্টরে যারা আছে সবাই যোগাযোগ রেখেছে তা ফায়সালা করার জন্য। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম উইং তৎপর ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা নাবিকদের মুক্ত করতে তৎপর ছিলাম।’

‘নাবিকদের মুক্তির সংবাদটি যখন প্রধানমন্ত্রীকে দেই তিনি শুকরিয়া আদায় করেছেন। ২৩ জন নাবিক জলদস্যুদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন, এখন তারা নিরাপদ। দীর্ঘ ১ মাসের বেশি সময় ধরে তৎপরতার মধ্য দিয়ে জাহাজ ও নাবিকদের মুক্ত করতে পেরেছি। এখন তারা ইউএই’র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা (জিম্মি থেকে উদ্ধার) ফায়সালা করা নজিরবিহীন।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা প্রথম থেকেই শুনছি-মুক্তিপণের কথা। এটার সঙ্গে আমাদের ইনভলভমেন্ট নেই। এ ধরনের তথ্য আমাদের কাছে নেই। অনেকে ছবি দেখাচ্ছেন, এ ছবিগুলোরও কোনো সত্যতা নেই। ছবি কোথা থেকে কিভাবে আসছে আমরা জানি না।’

‘এটা যতটুকু হয়েছে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিপিং ডিপার্টমেন্ট, আন্তর্জাতিক মেরিটাইম উইং, ইউরোপিয়ান নেভাল ফোর্স, ভারতীয় নৌবাহিনী, সোমালিয়ার পুলিশকে ধন্যবাদ দিতে চাই। সবাই সহযোগিতা করেছে।’

দীর্ঘসময়ে আলাপ আলোচনার তথ্য তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা তাদের সাথে নেগোসিয়েশন করেছি দীর্ঘ সময় ধরে। এখানে মুক্তিপণের কোনো বিষয় নেই। আমাদের আলাপ আলোচনা, এখানে বিভিন্ন ধরনের চাপ রয়েছে, সেই চাপগুলো কাজে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে। জলদস্যুরা শক্তিমান তা তো নয়। এতদিন যে সময়টা নিয়েছি আমরা, ইউরোপীয় নেভাল ফোর্সসহ তারা ভীষণ চাপে ছিল। বিশেষ করে সোমালিয়ান পুলিশ চাপে ছিল। তারা চায় জলদস্যুদের হাত থেকে সমুদ্র পথটাকে নিরাপদ করতে। এজন্যে আমেরিকান সাপোর্টও নিচ্ছে।’

প্রতিমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে এ রুটটা যেন নিরাপদ থাকে। সারা বিশ্বে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কারণে তাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে এটা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা খুবই সজাগ ছিল। জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টায় ছিল। ‘আন্তর্জাতিক চাপ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে (নেগোসিয়েশন) হয়েছে; তাদেরও (সোমালিয়ান জলদস্যু) নিরাপত্তার ব্যাপার ছিল। জলদস্যুরাও তাদের নিরাপদ রাখতে চাইবে, এ চাপটা সার্বক্ষণিক ছিল। খুবই চরম পর্যায়ে ছিল- এজন্যে তারা নেমে গেছে। চাপটা এমন ছিল তারা জলদস্যু ছিল ২০ জন, পরে ৬৫ জন জলদস্যু জাহাজে অবস্থান নেয়। কি পরিমাণ মূল ভূখণ্ডে চাপ ছিল বুঝতে পেরে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে গেছে। মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার পর তাদের কি অবস্থা হয়েছিল তা জানা নেই, সেখানে সোমালিয়ান পুলিশ ছিল।’

#

জাহাঙ্গীর/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৪১৭৩

**প্রধানমন্ত্রী সকলের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পালন করার**

**স্বাধীনতা দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নিশ্চিত করেছেন**

 **---পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, আমার ভাষা, আমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমার জন্য গৌরবের। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সকল সম্প্রদায়ের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের বিষয় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যার যার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করার স্বাধীনতা দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল রাতে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলা কেন্দ্রীয় মারমা উন্নয়ন সংসদের উদ্যোগে রামগড় মাস্টারপাড়া স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য সাংগ্রাই র‌্যালি শেষে রামগড় উপজেলা শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেছেন।

পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নৈরাজ্যকারী, যারা দুষ্কৃতকারী, যারা সমাজের শান্তি নষ্ট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আগে একসময় অরাজকতা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য চলার কারণে আমরা কেউ স্বাধীনভাবে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে আনন্দ উল্লাস করতে পারতাম না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসিকতাপূর্ণ দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে আজ আমরা আনন্দ উল্লাস ও যথাযোগ্য মর্যাদায় আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো নির্বিঘ্নে পালন করতে পারছি।

কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার অধিকার রাখেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা সকল সম্প্রদায়ের উৎসব আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে চাই।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মতো মারমাদের সাংগ্রাই উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতা গড়ে উঠেছে। সাংগ্রাই উৎসব সকল ভাষাভাষি ও সকল সংস্কৃতি কৃষ্টির মাঝে ঐক্যের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে উন্নয়নের সমঅংশীদার করতে চান। আর এজন্যই পার্বত্যবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ।

পুরাতন বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করে মারমা সম্প্রদায়ের নর নারী, শিশু কিশোররা বিভিন্ন সাজে নেচে গেয়ে আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য সংগ্রাই র‌্যালি পরিচালনা করে। এসময় প্রতিমন্ত্রী মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জলকেলী খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

খাগড়াছড়ির মারমা উন্নয়ন সংসদের সভাপতি মংপ্রু চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ম্রাগ্য মারমা। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে গুইমারা রিজিয়নের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাইসুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি জেলার ডিজিএফআই কমান্ডার কর্নেল আব্দুল্লাহ মো. আরিফ, পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী’র সহধর্মিণী মিজ মল্লিকা ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, রামগড় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিশ্ব প্রদীপ কারব্বারী, রামগড় পৌর মেয়র মোঃ কামার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/শফি/মোশারফ/আব্বাস/২০২৪/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪১৭২

**ইসলামপুরে বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

জামালপুরের ইসলামপুরে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকালে ইসলামপুর উপজেলা চত্বর থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। এতে নেতৃত্ব দেন ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

এ শোভাযাত্রায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জামান আব্দুন নাসের বাবুল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুবকর/শফি/আব্বাস/২০২৪/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪১৭১

**দেশের রেমিটেন্স যোদ্ধাদের বাংলা নববর্ষের**

**শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

বাংলা নববর্ষে দেশের রেমিটেন্স যোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, নতুন বছরে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের আরো আন্তরিক সেবা প্রদান করা হবে।

আজ সিলেটে স্থানীয় জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাথে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বাংলার অগ্রযাত্রা অটুট সম্প্রীতি-ঐতিহ্যের আবাহনে জীর্ণ-পুরনো ভুলে, সম্ভাবনার নতুন দিনে’- সকলকে ‘শুভ নববর্ষ ১৪৩১’।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নতুন বাংলা বছরে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আধুনিক যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে নতুন বাংলা বছরের মধ্যেই  কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ঢেলে সাজাতে সক্ষম হবো।

#

সৈকত/শফি/আব্বাস/২০২৪/১৭০৫ ঘণ্টা